চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব

চার্বাক দর্শন হল নাস্তিক দর্শন। বেদের কোন বক্তব্যই চার্বাক দর্শনে স্বীকার করা হয়নি। চার্বাকগণ জড়ের অতিরিক্ত কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঈশ্বর, আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি অলৌকিক সত্ত্বার অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে স্বীকার করা হয় না। তাঁদের মতে, জড়ের স্বভাবের দ্বারা এই জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বলেন, জগতে সমস্ত ঘটনার অন্তরালে রয়েছে জড়ের নিজস্ব স্বভাব। এসবের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রক সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। এই জগতের জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় বা প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ। চার্বাক ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদি। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলেছেন ।

চার্বাক মতে, যথার্থ জ্ঞান হল প্রমা। আর প্রমার বৈশিষ্ট্য হল- ১) সুনিশ্চয়তা, ২) নিঃসন্ধিগ্ধতা ও ৩) নতুনত্ব। অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞান হবে ভ্রম, সংশয় ও বিপর্যয়মুক্ত, সুনিশ্চিত ও নতুন। একমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সরাসরি এইরূপ জ্ঞান আমরা লাভ করি। এইরূপ জ্ঞানলাভের উপায়কে বলা হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করতে কোন আপত্তি নেই। চার্বাক মতে, অন্যান্য সকল দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে এবং সকলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে প্রথম প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাই বলতেই হয় প্রত্যেক দর্শন-ই প্রত্যক্ষকে প্রধান বা মুখ্য প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করার পর প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ প্রমাণ হিসাবে অনুমান প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভর। চার্বাকগণ বলেন, যদি কোন প্রমাণ স্বনির্ভর না হয়ে পরনির্ভর হয় তাহলে সেই প্রমাণকে প্রমাণ পদবাচ্য বলা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কোনভাবেই অনুমান প্রমাণ বা অন্যান্য প্রমাণগুলি কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়— একথা অনুমানবাদীরা স্বীকার করেন। তাহলে কেন আমরা প্রত্যক্ষভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করব? সেজন্য চার্বাক দর্শনে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করে গৌরব দোষ ঘটানোর কোন অর্থ নেই। শব্দ, উপমিতি প্রভৃতি প্রমাণ অনুমানের উপর নির্ভরশীল আর অনুমানের ভিত্তি হল ব্যাপ্তি। সেই ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষভিন্ন কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই, অনুমান ও অন্যান্য প্রমাণের কোন স্বাতন্ত্র্যতা না থাকায় চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

অনুমান প্রমান খন্ডন

চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রমাণের বৈশিষ্ট্য ভ্রম, সংশয় ও বিপর্যয়মুক্ত ও নতুনত্ব একমাত্র প্রত্যক্ষেই বর্তমান। সেজন্য প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অনুমানবাদীরা বলেন যে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা সমস্ত প্রকার জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারি না। এজন্য প্রত্যক্ষভিন্ন,

অনুমান, উপমান, শব্দ ও অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী, পর্বতে ধূম দেখে, পর্বতে বহ্নির জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যে পাই না, অথচ আমাদের পর্বতে বহ্নির জ্ঞান হয়— এইরূপ জ্ঞানকে বলা হয় অনুমিতি। আর এই অনুমিতির জন্য পক্ষতা সহকৃত পরামর্শ হল অনুমান প্রমাণ । অর্থাৎ, পর্বতে বহ্নি ব্যাপ্য ধূম-এই জ্ঞানের জন্যই পর্বতে বহ্নি আছে—এই জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। সুতরাং অনুমান প্রমাণ স্বীকার না করলে অনুমিতির কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আর আমাদের যে অনুমিতি হয় তা লোক প্রসিদ্ধ, তা কখনোই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অনুমিতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনুমিতির জন্য অনুমান প্রমাণ স্বীকার করতেই হয়।

অনুমানবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চার্বাকগণ বলেন যে, অনুমিতি প্রমা ভ্রম, সংশয়, বিপর্যয় মুক্ত ও নিশ্চিত হলেও নতুনত্ব না থাকায় এই জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলা যায় না। আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যেই পাকশালা, যজ্ঞশালা, গোশালা প্রভৃতি স্থানে বহ্নির জ্ঞান লাভ করি এবং সেখানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্যের জ্ঞানও লাভ করি। তাই পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানে কোন নতুনত্ব থাকে না, তাই—এই জ্ঞানকে প্রমা বলা যায় না। এইরূপে অনুমিতি কোন প্রমা নয়। আর অনুমিতি যেহেতু কোন প্রমা নয়, তাই অনুমানকেও প্রমাণ বলা যায় না।

চার্বাকগণ বলেন যে, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় অনুমিতি প্রমা এবং অনুমান প্রমাণ তাহলেও আমরা কোনভাবে অনুমান প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। কেননা অনুমানবাদীরা স্বীকার করেন যে অনুমানের ভিত্তি হল ব্যাপ্তি, আর এই ব্যাপ্তিকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ফলে অনুমান প্রমাণের স্বাতন্ত্র্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

পক্ষে হেতু দর্শন করে, ব্যপ্তির সাহায্যে পক্ষে সাধ্যদর্শনকে বলা হয় অনুমিতি । পক্ষে হেতুদর্শন করে, পক্ষে সাধ্যের জ্ঞানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্য্য সম্পর্ক নির্ণয় করতে ব্যাপ্তি সাহায্য করে। এখন প্রশ্ন হল হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্য-এর জ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান কিভাবে জানা সম্ভব? যদি বলা হয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে সম্ভব। বার বার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে (ভূয়োদর্শন) আমাদের হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্য্যের জ্ঞান হয়। তাহলে বলতে হয় ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষনির্ভর ফলে ব্যাপ্তিনির্ভর অনুমান প্রকরান্তে প্রত্যক্ষনির্ভর হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষভিন্ন অনুমান প্রমাণ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন থাকে না। কেননা অনুমান যদি প্রত্যক্ষনির্ভর হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করার ফলে গৌরব দোষ হয়।

চার্বাকদের মতে, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় ব্যাপ্তি অন্যকোন অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন জাগে উক্ত অনুমানের ভিত্তি যে ব্যাপ্তি তাহা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়? উত্তরে যদি বলা হয় আরোও একটি অনুমানের সাহায্যে তাহলে সেক্ষেত্রে অনাবস্থা দোষ ঘটে।